উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০২২, রবিবার
স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

প্রেক্ষাপট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিচক্ষণ ও সুদূর প্রসারী নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করে চলেছেন। যার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। নারী-পুরুষের সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, টিকাদান এবং বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক উন্নয়নশীল দেশের থেকে অধিকতর অগ্রগতি সাধন করেছে।

তারই সুবাদে সিডিপি-এর ২০১৮ ও ২০২১ সালের পরপর দুইটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সকল মানদণ্ড পূরণে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এ অনুষ্ঠিত সিডিপি-এর ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ বা গ্রাজুয়েশনের মানদণ্ড পূরণের মাধ্যমে উত্তরণের সুপারিশ লাভ করেছে। সিডিপি একই সঙ্গে বাংলাদেশকে ২০২১ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরব্যাপী প্রস্তুতিকালীন সময় প্রদানের সুপারিশ করেছে। পরবর্তীতে তা ২৩ শে জুন ২০২১-এ জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৪ শে নভেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৬ তম বৈঠকের ৪০তম প্লেনারি সভায় স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন লাভ করেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক গত ২রা জানুয়ারি ২০২২ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম পি

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সুপারিশ লাভ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও ভিশন ২০২১ এর সফল বাস্তবায়ন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেটি কিনা জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত উত্তরণের তিনটি মানদণ্ডের সবগুলোই পূরণ করে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ এমন একটি সময়ে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চূড়ান্ত যোগ্যতা অর্জন করল যখন সমগ্র দেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যে অভাবনীয় আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে- স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ সেই অর্জনেরই একটি বিশেষ স্বীকৃতি। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিক এ অর্জনের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং অভিনন্দন জানানোর লক্ষ্যে উত্তরণ সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির দিকনির্দেশনায় মুজিব শতবর্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আপামর জনগণকে সম্পৃক্ত করে বিগত ০২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ রাজধানী ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে একটি স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০২২, রবিবার

স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমপি গণভবন প্রান্ত থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল, এফসিএ, এমপি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার, মাননীয় মন্ত্রী, উপদেষ্টাগণ, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ বিআইসিসি প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) কর্তৃক একটি কোর-কমিটিসহ ৯ (নয়)টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটিগুলোর মতামতের আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ইআরডি কর্তৃক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গ্রে এ্যাডভারটাইজিং বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া ইআরডি-এর সাপোর্ট ট সাস্টেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রোজেক্ট (এসএসজিপি) হতে উক্ত অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক গত ২রা জানুয়ারি ২০২২ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম পি

অনুষ্ঠানসূচী

উল্লিখিত আয়োজনটির বিস্তারিত অনুষ্ঠানসূচীটি নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

সময়	অনুষ্ঠান
০৯:৩০	অতিথিদের আসন গ্রহণ
১০:০০	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন
১০:০১	সমবেত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনা (৫০ জন শিশুর মাধ্যমে মঞ্চ থেকে সরাসরি পরিবেশন)
১০:০৪	পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ (কুরআন, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল)
১০:১২	Special Appearance 1: মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক-এর মঞ্চে আগমন, বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশটির (‘হে বন্ধু, বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক গান) উপস্থাপনা

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০২২, রবিবার
স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

সময়	অনুষ্ঠান
১০:১৫	‘হে বন্ধু, বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক গানের চিত্রায়নের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন
১০:১৯	স্বাগত বক্তব্য: মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন, সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১০:২২	Special Appearance 2: ড. সেঁজুতি সাহার মঞ্চে আগমন, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশটির (স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র) উপস্থাপনা
১০:২৫	স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ বিষয়ক স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র প্রদর্শন
১০:২৬	সাধারণ শ্রেণি ও পেশার মানুষের অভিব্যক্তি-১ (নারীর ক্ষমতায়ন)
১০:২৭	অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় মহিলা ফুটবল দল এর মঞ্চে আগমন
১০:২৯	বক্তব্যঃ ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি, মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
১০:৩৪	উন্নয়ন সহযোগীদের (জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এআইআইবি, জাইকা, ইউএসএআইডি) ভিডিও শুভেচ্ছা বার্তা
১০:৪০	সাধারণ শ্রেণি ও পেশার মানুষের অভিব্যক্তি-২
১০:৪৩	সভাপতির বক্তব্যঃ জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী
১০:৪৮	সাধারণ শ্রেণি ও পেশার মানুষের অভিব্যক্তি-৩
১০:৫০	Special Appearance 3: সাদাত রহমান-এর মঞ্চে আগমন, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশটির (ডকুড্রামা) উপস্থাপনা
১০:৫৩	উন্নয়ন বিষয়ক ডকুড্রামা
১১:০০	‘একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার, সারা বিশ্বের বিস্ময়, তুমি আমার অহংকার’ গানটির মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং পর্দায় স্থির ও চলচ্চিত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জীবনালেখ্য চিত্রায়ন
১১:০৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা উপহার (painting) প্রদান
১১:০৪	Special Appearance 4: মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির মঞ্চে আগমন, **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে** শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশটির (প্রধান অতিথির বক্তব্য) উপস্থাপনা
১১:০৯	প্রধান অতিথির বক্তব্য: শেখ হাসিনা, এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
	ইনস্ট্রুমেন্টাল সঙ্গীত (অর্কেস্ট্রা- পরিচালনা: ফুয়াদ নাসের)
	সমবেত ঘুঙুর নৃত্য (পরিচালনা: শিবলী ও নীপা)
	সমবেত সঙ্গীত (Medley) পরিচালনায়: বাপ্পা মজুমদার শিল্পী: বাপ্পা মজুমদার, এ আই রাজু, কণা, রুমন, তাশফি গান: ১. নদীর মাঝি বলে; ২. আমরা নতুন যৌবনের দূত; ৩. ও আমার দেশের মাটি; ৪. ধনধান্যে পুষ্পে ভরা; এবং ৫. শোনো একটি মুজিবুরের
	অনুষ্ঠানের সমাপ্তি

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০২২, রবিবার
স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

স্মারক অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ

স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে উন্নয়নশীল দেশে বাংলাদেশের উত্তরণকে মসৃণ ও টেকসই করতে সরকার একটি জাতীয় মসৃণ উত্তরণ কৌশল (Smooth Transition Strategy) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে প্রণয়নাধীন উক্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দলিলে উত্তরণের সম্ভাবনাগুলোকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সব ধরনের দিক-নির্দেশনাসহ কার্যকর কৌশল চিহ্নিত করা হবে। একই সঙ্গে তিনি প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে একটি প্রমাণ-নির্ভর সময়োপযোগী কার্যকর কৌশল প্রণয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ উদযাপন উপলক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক গত ২রা জানুয়ারি ২০২২ তারিখ আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এম পি গণভবন প্রান্ত হতে সংযুক্ত হন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত এক যুগেরও বেশী সময় ধরে আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাঁর উপ আলোকপাত করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই অগ্রগতি ধরে রাখতে পারে সেই লক্ষ্য তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে প্রস্তুত করবার আহবান জানান।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তাফা কামাল, এফসিএ, এমপি তাঁর ভাষণে বলেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়তন ১০০ বিলিয়ন ডলার স্পর্শ করতে স্বাধীনতার প্রথম ৩৮ বছর সময় লেগেছিল। সেখানে মাত্র ১২ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়নের কারণে আমাদের অর্থনীতির আকার চার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ বিলিয়ন ডলার থেকে ৪১১ বিলিয়ন ডলার স্পর্শ করেছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে আসন্ন অর্থবছরেই বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ৫০০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি তাঁর বক্তব্যে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রথম মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে অভিমত ব্যক্ত করেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমেই এই ঐতিহাসিক অর্জন সম্ভবপর হয়েছে।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য প্রদানকালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বের কারণে মাত্র এক দশকের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক সব ক'টি সূচকে প্রশংসনীয় অগ্রগতির স্বাক্ষর রেখেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কোভিড-১৯ অতিমারি'র মত বড় বাধাগুলো বাংলাদেশ সফলভাবে অতিক্রম করতে পেরেছে। বৈদেশিক সহায়তার ওপর আমাদের নির্ভরতা হ্রাস পেয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমরা সফল হবই।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০২২, রবিবার

স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

স্মারক অনুষ্ঠানে গণভবন প্রান্ত থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী

স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি

স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক

স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ইআরডি-এর সম্মানিত সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন

অনুষ্ঠানশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিত্রকর্ম শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়

৫০ জন শিশুশিল্পীদের পরিবেশনায় সমবেত জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মন্ত্রিসভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন অংশের ও বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এবং বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে 'হে বন্ধু, বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক গানের চিত্রায়নের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। একই সাথে 'একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার, সারা বিশ্বের বিস্ময়, তুমি আমার অহংকার' গানটির মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ যেমন জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, এআইআইবি, জাইকা ও ইউএসএআইডি-এর প্রধানদের ভিডিও শুভেচ্ছা বার্তা অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০২২, রবিবার

স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রগতি নিয়ে ৬ মিনিটের একটি ডকুড্রামা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ফলশ্রুতিতে সাধারণ শ্রেণি পেশার মানুষের জীবনে যে ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ এসেছে সেই গল্পগুলো নিয়ে সাধারণ শ্রেণি ও পেশার মানুষের অভিব্যক্তির ভিত্তিতে তিন পর্বের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে ফুয়াদ নাসেরের পরিচালনায় যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এছাড়া নৃত্যশিল্পী শিবলী ও নিপার পরিচালনায় সমবেত ঘুঙুর নৃত্য পরিবেশন করা হয়। সবশেষে বাপ্পা মজুমদারের পরিচালনায় সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

স্মারক অনুষ্ঠানের শুরুতে শিশু শিল্পীবৃন্দ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীবৃন্দ সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন

স্মারক অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে দলীয় নৃত্য পরিবেশিত হয়

স্মারক অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশিত হয়

অনুষ্ঠানসংক্রান্ত প্রচার প্রচারণাঃ

অনুষ্ঠানের পূর্বের দিন এসএসজিপি প্রকল্পের সহায়তায় ইআরডি-এর উদ্যোগে একটি মিডিয়া ব্রিফিং-এর আয়োজন করা হয়। মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি ও ইআরডি-এর সম্মানিত সচিব মিজ ফাতিমা ইয়াসমিন প্রেস ব্রিফিং-কালে উক্ত অনুষ্ঠান বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেলসমূহ তথা জাতীয় গণমাধ্যমসমূহে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। দুই ঘন্টার মূল অনুষ্ঠানটি বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড, বাংলাদেশ বেতার এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউব পেজ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের দিন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের প্রবেশস্থলে, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সম্মুখভাগ থেকে বিজয় সরণী এবং অনুষ্ঠানস্থল পর্যন্ত পোস্টার ও ব্যানার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এছাড়াও, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থান যেমন-- ফুটওভার ব্রিজ, ইলেক্ট্রিক পোল, বিভিন্ন গোলচত্বর এবং মোহাম্মদপুর বাস ডিপোর বিআরটিসি বাসসমূহ তথ্যবহুল পোস্টার, ব্যানার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত একটি টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক তা বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে ও এলইডি বিলবোর্ডসমূহে বারংবার সম্প্রচারের করা হয়। এছাড়া শীর্ষস্থানীয় ৪টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (২টি বাংলা ও ২টি ইংরেজি) উত্তরণ বিষয়ে তথ্যবহুল ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

তারিখ: ০২ জানুয়ারি ২০২২, রবিবার

স্থান: বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র

স্মারক অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষ্ঠানস্থল ও নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ব্র্যান্ডিং করা হয়

এ অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ এবং ঐতিহাসিক অর্জন সম্পর্কে জনমনে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে যা জাতি হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের চলার পথে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।